[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

হত্যা করা হয়।

পরবর্তীতে নিহত ছাত্র রোকনের পিতা জামায়াত নেতা আবু বকর সিদ্দিক বাদী হয়ে ২০১৯ সালের ৩১ আগস্ট দামুড়হুদা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করতে আসেন। কিন্তু পুলিশ ওই মামলা গ্রহন না করে তাকে থানা থেকে বের করে দেয়া হয়।

পরবর্তীতে তিনি আদালতে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। আদালতে মামলা করার পর বাড়তে থাকে হুমকির মাত্রা। এমপি আলী আজগার টগরের নির্দেশে ওসি সুকুমার বিশ্বাস তাকে অব্যহতভাবে ক্রসফায়ারের হুমকি দিতে থাকে। এরই এক পর্যায়ে পুলিশ গভীর রাতে তাকে তার বাড়ি থেকে তুলে নেয়।

পরবর্তীতে তার চোখে কালো কাপড় বেঁধে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গিয়ে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ক্রসফায়ারের হুমকি দেয়া হয়। অব্যহত হুমকির মুখে জীবন বাঁচাতে তিনি বাড়ি ছেড়ে আত্মগোপনে চলে যান। ৫ আগস্ট জনরোষের মুখে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পরপরই আত্মগোপনে চলে যায় এমপি আলী আজগারসহ তার পুরো ক্যাডার বাহিনী। পরবর্তীতে দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাড়ি ফিরে আসেন জামায়াত নেতা আবু বকর সিদ্দিক। হত্যা ঘটনার পাঁচ বছর পর গত ৩ অক্টোবর দামুড়হুদা আমলী আদালতে ১৫ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ৪-৫ জনের নামে হত্যা মামলা দায়ের করেন তিনি। মামলায় প্রধান আসামি করা হয় চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সাবেক এমপি আলী আজগার টগরকে।

এ মামলার অপর আসামীরা হলেন দামুড়হুদা মডেল থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুকুমার বিশ্বাস, সাবেক ওসি (তদন্ত) কেএম জাহাঙ্গীর, সাবেক এসআই তপন কুমার নন্দী, সাবেক এসআই শেখ রফিকুল ইসলাম, কনস্টেবল দিপু গাঙ্গুলী, খালিদ মাসুদ, নজরুল ইসলাম, শফিউর রহমান, ফিরোজ ইকবাল, দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামের হুজুর আলীর ছেলে মাসুম, একই গ্রামের মৃত আইজাল মল্লিকের ছেলে আলীহিম, আলী মিয়ার ছেলে সুমন, আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে রাজিব ও সজল।

দামুড়হুদা আমলী আদালত-২ এর বিচারক মোঃ. মোস্তফা কামাল মামলাটি আমলে নিয়ে ঝিনাইদহ পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেন। মামলা নং- ৫৬৮/২০২৪, তারিখ-০৩/১০-২০২৪।

চুয়াডাঙ্গা ২-আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী জাহাঙ্গীরের পথসভা ও লিফলেট বিতরণ

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম পথসভা ও লিফলেট বিতরণ অব্যাহত রেখেছেন। আজ সোমবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগী বাজারে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা ভোটারদের সাথে দোয়া প্রার্থনা ও লিফলেট বিতরণ করেন।

গনসংযোগ কালে তিনি বলেন, আমি যদি এমপি হতে পারি তাহলে আপনাদের সেবক হিসেবে মুরুব্বিদের দিক নির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের এলাকা বাসীর ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্বদাই জনগনের পাশে থেকে কাজ করে যাবো। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের এলাকাবাসীর ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্বদাই জনগণের পাশে থেকে কাজ করে যাবো। তাই আপনাদের দোয়া ও সমর্থন কমনা করছি। আমি নির্বাচনী এলাকার অসহায় ও সাধারণ মানুষের পাশে সব সময় আছি এবং থাকবো। আপনারা দোয়া করবেন যেনো চুয়াডাঙ্গা -২ আসনে বিজয়ী মালা এনে দিতে পারি।এবারের নির্বাচনে সাধারন মানুষের ব্যাপক সাড়া ও ভালোবাসা পাচ্ছি।

সাধারন জনগন বলেন, এই নির্বাচনে বর্তমান সময়ে জাহাঙ্গীর আলমের জনস্রোত নেমেছে। এবং তিনি রেকর্ড পরিমান ভোট পেয়ে জনতার এমপি নির্বাচিত হবেন। তিনি যে এলাকায় যাচ্ছেন তাকে দেখার জন্য সাধারন জনগন লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকছে। স্থানীয় তরুণ প্রজন্মের জনগণ তাকে এমপি হিসেবে দেখতে চায়। চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের প্রতিটা স্থানে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগবে তার হাত দিয়েই।

চুয়াডাঙ্গা- ২ আসনের জাহাঙ্গীর আলমের গনসংযোগ

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন কে সামনে রেখে রাতদিন ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম। তাঁরই ধারাবাহিকতায় হাউলী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে গনসংযোগ করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী জাহাঙ্গীর।

গনসংযোগ কালে তিনি বলেন, আমি যদি এমপি হতে পারি তাহলে আপনাদের সেবক হিসেবে মুরুব্বিদের দিক নির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের এলাকাবাসীর ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্বদাই জনগণের পাশে থেকে কাজ করে যাবো। তাই আপনাদের দোয়া ও সমর্থন কমনা করছি। আমি নির্বাচনী এলাকার অসহায় ও সাধারণ মানুষের পাশে সবসময়ই থাকবো।

নির্বাচনী বিষয়ে অনেকে বলেন, তিনি বিভিন্ন সময়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাড়ান, অনেক মানুষের পাশে দাড়িয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেন। তিনি একদম সাধারণ মানুষের মতো চলাফেরা করে সাধারণ মানুষের মন জয় করে ফেলেছেন। যার কারণে তাকে এলাকাবাসী সমর্থন জানিয়ে তার পক্ষে কাজ করার অঙ্গীকার করে বিভিন্ন জায়গায় গণসংযোগ করেন প্রচার প্রচারণা করেন।

এদিকে স্থানীয় সুচিল সমাজ তারপক্ষে এককভাবে সমর্থন জানিয়ে তাকে মাঠে থাকার পরামর্শ প্রদান করেন এবং নির্বাচনী কার্যক্রম চালাতে বলেন। সাধারণ জণগণের বক্তব্যে বোঝা যায় সামনের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সর্বস্তরের জনগণ মোঃ জাহাঙ্গীর আলমকে সতন্ত্র প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন।